চরৈবেতি

১৪৩০ বঙ্গাব্দ
একবিংশ বর্ষ
বিংশতি সংখ্যা

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
সংস্কৃত বিভাগ

চরৈবেতি

২১তম ● বর্ষ ২০তম সংখ্যা ● আগষ্ট ২০২৩

'যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব'
(শুক্লযজুর্বেদসংহিতা, অধ্যায় ৩০, মন্ত্র-৩)

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
সংস্কৃত বিভাগ

১৩ই ভাদ্র, ১৪৩০
৩১শে আগষ্ট, ২০২৩

প্রকাশনা ঃ

সংস্কৃত বিভাগ
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
৩৩, শ্রীমা সারদা সরণি

সংস্কৃত বিভাগ ঃ

শ্রীমতী সাবেরী রক্ষিত
শ্রীমতী সংঘমিত্রা মুখার্জী
প্রব্রাজিকা অসক্তপ্রাণা
শ্রীমতী মধুমিকা ঘোষ
শ্রীমতী মল্লিকা নস্কর

মুদ্রক ঃ

সাহা প্রিন্ট অ্যান্ড গ্রাফিক্স
৯০৩৮১৬১৭১৮ / ৯৮৩১১১৫১৫২
৫০৭/৮৭, যশোহর রোড, দেবেন্দ্রনগর,
কোলকাতা - ৭০০ ০৭৪

R.K.S.M. ... LIBRARY

আদর্শ কী ও কেন

মানবজীবন আদর্শানুগ হবে এমনটি ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু একইসঙ্গে এমন চিন্তারও প্রকাশ ঘটে যে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যদি সংঘাত হয়, তবে বাস্তবানুগ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অনেক সময়ই 'আদর্শ' কী, তা ঠিকভাবে না বুঝে বা 'বাস্তব' বলতে কী বোঝায়, তা বিশ্লেষণ না করেই আমরা কথাগুলি বলে থাকি। যেমন বাস্তব কী? – এমন প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি বস্তুস্থিতিই বাস্তব। আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে স্থানে কালে স্থিত বস্তুসমূহের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থার বা পরিস্থিতির যে জ্ঞান হয়, তাকেই বাস্তব বলব। চারপাশের যে বিচিত্র জগৎ, মানুষ, জীবজন্তু গাছপালা, আলো-হাওয়া, জল-আগুন – সবই বস্তু। এদের মধ্যে সম্পর্কের বর্তমানতাকেই 'matter of fact' বলি এবং এসবের জ্ঞানই বাস্তববুদ্ধি। অর্থাৎ কিনা বিষয়গত হওয়া – সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলা – যাকে যেমনটি দেখছি, জানছি, তাতে স্থিত হওয়া, তাকে সেভাবেই গ্রহণ করা বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে করে থাকি।

কিন্তু সমস্যা হল যে, বস্তু বা বিষয় তার স্বরূপ যেমন, বা সেটি যথার্থ যেরূপ, তাকে আমরা ঠিক সেইরূপে জানতে পারি না। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়, তাদের শক্তি ও গঠন অনুযায়ী বস্তু ও তাদের সম্পর্ক দেখে থাকে। একজন একভাবে, অন্যজন অন্যভাবে দেখে থাকে। জ্ঞানতত্ত্বের দিক দিয়ে এ বিচার অভ্রান্ত। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। আর ঠিক এই কারণেই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা ভ্রম সম্ভব হয়। যদি বস্তু বা বিষয় যেমনটি তাকে তেমনটি দেখতে বা জানতে পারতাম, তবে আমাদের দেখায় বা জানায় আর ভুল হত না। কিন্তু ভ্রান্তি একটি বাস্তব ঘটনা। সুতরাং আমাদের স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, বাস্তব বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার জ্ঞান আমাদের যথাযথভাবে হয় না এবং সকলের জ্ঞানও একরকম হয় না। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, আমরা কিছু আন্দাজে ধরে নিই বস্তু এরকম বা ওরকম। যদি বাস্তব কী তা ভাল করে বুঝে না থাকি, তাহলে আদর্শের সঙ্গে সংঘাতে বাস্তবকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত একথা বলি কী করে? কেউ যদি মনে করেন যে, 'আদর্শ' একটি ধোঁয়াটে ব্যাপার, কথার কথা, প্রাত্যহিক জীবনযাপনে তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তাহলে এই একই যুক্তিতে দেখলাম বাস্তবও কিছুটা অস্বচ্ছ ব্যাপার। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, যদি কেউ বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে, তবে তার কাছে বিভ্রান্তিই সত্য বলে মনে হয়। এর বাইরে না গেলে, একে ভ্রান্তি বলে বোঝা যাবে না।

এখন প্রশ্ন 'আদর্শ কী ? 'আদর্শ একটি standard বা পরিমাপ বা মাপকাঠি যার নিরিখে বস্তুর মূল্যায়ণ করা হয়। একে বলা যেতে পারে একটি গুণের বা ভাবের চরম উৎকর্ষ বা পূর্ণতা । যেমন পবিত্রতা একটি গুণ। 'কম পবিত্র' 'বেশি পবিত্র' এগুলি দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। কিন্তু পবিত্রতাস্বরূপ কি আছে? থাকলে, চিনব কী প্রকারে ? যেমন সত্য একটি আদর্শ। কোন কথা 'কম সত্য' বা 'Truth in itself' কোনটি - তা জানার উপায় কী ? দেখা যাচ্ছে আদর্শ শব্দটি ঠিক কতটা 'মাপ' বা 'মাত্রা' নির্দেশ করে, তা ধরতে পারি না। তবে এটুকু বুঝি, যে কোন গুণ বা ভাবের পরিমাপের হেরফের, বা কমবেশি হবে, তা ধরতে পারি। যেমন 'সততা' গুণের প্রকাশ দেখলাম একটি মানুষের মধ্যে, কোন লোভের ক্ষেত্রে তার সংযম দেখে বুঝলাম মানুষটি সৎ। আবার তার থেকেও বেশি সৎ কোন ব্যক্তিকে দেখে মনে করি, 'ইনি অধিকতর সৎ'। আবার নিজেকে ঐ ক্ষেত্রে রেখে বিচার করে

ভাবি যে, আমি ঠিক ততখানি সততার পরিচয় দিতে পারবো কিনা। আমার মনে যদি সততা পবিত্রতা - এসব গুণের সম্বন্ধে ধারণা না থাকে আগে থেকে, তবে আমি কখনোই ঐ শব্দগুলি ঐভাবে প্রয়োগ করতে পারতাম না। Plato-র মতো দার্শনিক বা চিন্তাবিদ্‌রা বলে থাকেন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ বা আদর্শ চেতনা, বাইরে থেকে অর্জিত হয় না। মানবমনই তার উৎসভূমি। বাইরে যে বস্তুজগৎ প্রসারিত, তাকে গ্রহণ বা অগ্রহণে মনের মূল্যবোধ বা চেতনাই কাজ করে থাকে। একেই বস্তুবিচার বলা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি ও মূল্যসচেতনতা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি ছাড়া অপরটি ব্যর্থ। বস্তু মূল্যনির্ভর। সেই কারণে কেউ বেশি আদর্শবাদী হলে বলি, ওর বাস্তববোধ নেই, আবার কেউ বেশিমাত্রায় বস্তুসচেতন হলে তাকে বিষয়ী বলি, আদর্শবাদী নয় - একথা বলি।

শ্রীশ্রীমা বলেছেন, তিনি আদর্শের ঢের বাড়া করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে বলেছেন, "আমি ছাঁচ করে দিয়ে গেলুম, তোরা দাগা বুলিয়ে যা" অথবা আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর। এই কথাগুলির দ্বারা বুঝছি যে আদর্শ মানবী, আদর্শ গৃহিনী, আদর্শ মাতা বলতে যা বোঝায় মা তার অনেক উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীঠাকুরও একটি আদর্শ জীবনের ছাঁচ করে দিয়ে গেছেন, সেই ছাঁচে আমাদের জীবনকে গড়ে নিতে বলেছেন। এক্ষেত্রে আদর্শই নিয়ন্ত্রণ করছে বাস্তবজীবনকে। বাস্তবজীবন যদি আদর্শহীন হয় তবে তার মাধুর্য, সৌন্দর্য থাকে না, তাকে মানবজীবনও বলা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বলতে স্থানে কালে যে বস্তুস্থিতিকে বুঝে থাকি, তাই ব্যক্তিমনের গঠন ও প্রয়োজন অনুসারে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর উপযোগী-অনুপযোগিরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি বস্তু বা বস্তু সম্পর্ক নিজে নিজে প্রিয় বা অপ্রিয় হতে পারে না, ব্যক্তিমনের মূল্যায়নেই তার মূল্য নির্ধারিত হয়। তাই বাস্তব পরিস্থিতি এক একজনের কাছে এক একরকম। যার মনের যে ভাব বা গঠন বা ধারণা, সেই অনুসারে সে বাস্তবকে দেখে, বোঝে ও প্রতিক্রিয়া করে। সুতরাং বাস্তববোধের মধ্যেই থাকে ব্যক্তির নিজস্ব ভাব বা মূল্যবোধ।

মানবজীবন এইভাবেই এগিয়ে চলে। বাস্তব ও আদর্শের টানাপোড়েনেই বোনা হয়ে চলে সংসারজীবনের বিচিত্র বর্ণের নকসিকাঁথাখানি বহুর জগতকে সত্য বলে মনে করেও তার পশ্চাতে মানবমন পরম ঐক্যের অনুসন্ধান করে, স্বাধীনতায় তার জন্মগত অধিকার, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে পরাধীনতাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। আদর্শকে, মূল্যবোধকে ছাড়তে পারে না আবার বাস্তবকেও না মেনে উপায় নেই। এ এক বিষম বিরোধী অবস্থা মানুষের এবং এটাই তার জীবন সংগ্রাম। কিন্তু যাঁরা চিন্তাশীল, বিবেকবান ও জ্ঞানী, তাঁরা মনে করেন আদর্শকে ধরেই জগতের ক্রিয়াকর্ম করতে হবে এবং এটাই বাস্তবতা। বাস্তবও কিছু আদর্শ বা একটি মূল্যমান ছাড়া নয়; তাহলে তার আর কোন অস্তিত্বই থাকে না।

উপনিষদের ঋষিরা ঘোষণা করেছেন সত্যই আদর্শ, সত্যই ঈশ্বর। এই সত্যের ছায়া আছে বলেই আমরা বস্তু-জগতকে গ্রহণ করে থাকি। সকল প্রকার আদর্শের মূল হল সত্য। সত্য তাই যা দেশে দেশে, কালে কালে, মানুষে মানুষে এক, অপরিবর্তিত। ঋষিরা বলেছেন, 'একং সৎ', বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সত্য একই, বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত হয় মাত্র। আপেক্ষিক সত্য যথার্থ সত্য নয়। অখণ্ড সত্যকে ধরে থাকাই মানবজীবনের আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সব ঈশ্বরকে দিয়েছি শুধু সত্য দিতে পারিনি', কারণ সত্য দিয়ে দিলে আর কী রইল? নিজেকেই তো মিথ্যা হয়ে যেতে হয়। শ্রীশ্রীমা বলেছেন, যে সত্যকে ধরে আছে, সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। সুতরাং

মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল সত্যকে বা ঈশ্বরকে ধরে থাকা এবং এটিই তার চরমাদর্শ। স্বামীজী বলেছেন, "সত্যের জন্য সবকিছু ছাড়া চলে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই সত্যকে ছাড়া চলে না।" সত্যের পরীক্ষা এই যে, সে তোমাকে সবল ও সফল করবে, সকল তুচ্ছতার উর্দ্ধে তুলে ধরবে।

অনেক সময়ই প্রশ্ন করা হয় আদর্শের কী প্রয়োজন জীবনে? বাস্তবের প্রেক্ষিতে নিজেকে যোগ্য করে তোলাই তো দরকার। যেমন আজকের দিনে শিক্ষার ক্ষেত্রে সবটাই career orientation অর্থাৎ শিক্ষা মানেই ভবিষ্যৎ জীবনে আর্থিক সাফল্যের চাবিকাঠিটা পাওয়া। জ্ঞানের জন্য শিক্ষা, একথা আজ হাস্যকর। কারণ অর্থকরী বিদ্যা ছাড়া যখন এ জগতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা যাবে না, তখন জ্ঞানের আদর্শ অর্থহীন হবেই। শুনতে পাই, এসব বড় বড় আদর্শের কথা মুখে বলতে বা lecture দিতে ভাল, জীবনে অবাস্তব ব্যাপার।

বেশ কথা। কিন্তু যদি ব্যাপারটি আমরা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করি, তবে দেখব, যে বিদ্যাটি অর্থকরী বলে মনে হচ্ছে, তা শুধু অর্থই দেবে না, জ্ঞানও দেবে। যে কোন বিদ্যারই দুটি দিক আছে - তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। এখন তাত্ত্বিক দিকটি যদি জ্ঞানের দিক ধরি, তবে জ্ঞান ছাড়া শুধু ব্যবহারিক বা অর্থকরী বিদ্যা দাঁড়াতে পারে না। যেমন যদি অতি আধুনিক বিদ্যা, fashion technology কে উদাহরণ স্বরূপ ধরি, সেখানে দেখি যে, শিক্ষার্থীকে cutting এর আবশ্যকীয় জানতে হবে, মানবশরীরের গঠন তত্ত্ব জানতে হবে, অঙ্কের মাধ্যমে মাপজোক আয়ত্ত করতে হবে, মানবশরীরের গঠন তত্ত্ব জানতে হবে, অঙ্কের মাধ্যমে মাপজোক আয়ত্ত করতে হবে, তার সঙ্গে দেশজ ভাব; আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ভালমতন জ্ঞান থাকা, সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা থাকা একান্ত জরুরী। এসবই কিন্তু তাত্ত্বিক দিক। এসব জ্ঞান যে ছাত্র অধিগত করেনি, সে ভাল পোষাক তৈরি করতে পারে না, এবং সে বেশি অর্থও সেই কারণেই উপার্জন করতে পারে না। দ্বিতীয় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, অর্থকরী বিদ্যার সঙ্গে থাকতে হবে চরিত্রবল, সততার বোধ, সুব্যবহার ও পরিশ্রমের আদর্শ। মূলে এ আদর্শ বোধ না থাকলে, কোন বিদ্যাই জীবনে আর্থিক সাফল্য ও সম্মান এনে দেয় না। আজকের Management বিদ্যার গোড়ার কথাই হল চারিত্রিক সততা, পরিশ্রম ও সুব্যবহার, যার কোন বিকল্প নেই জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এক জায়গায় আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা না থাকলে বাস্তব জগতেও দাঁড়ানো যাচ্ছে না। এখানেই আদর্শের প্রয়োজন ও তাৎপর্য। চিরকালীন বিখ্যাত বচন "Man cannot live by bread alone" মনে হয় খুবই সাধারণ কথা, কিন্তু খুবই ভাববার কথা। শুধু মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, যাকে আমরা 'down to earth outlook' বলে থাকি। আকাশের উর্দ্ধলোকে তাকাতেই হয়, কারণ ওখান থেকেই আসে মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি, ভারসাম্যতা। প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকর্ম, খাওয়-পরা, বেঁচে থাকা, জীবিকা অর্জন, সংসার যাত্রা নির্বাহ - সবকিছুই কোন না কোন আদর্শ ধরে করতে হবে, তা না হলেই ছন্দপতন ও ধ্বংস অনিবার্য।

R.K.S.M. VIVEKANANDA VIDYABHAVAN * LIBRARY *

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা
প্রাক্তন অধ্যক্ষা
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সম্পাদকীয়ম্

চন্দ্রে প্রোথিতা ভারতীয়ধ্বজা। ভারতভারতী অপি চলনে কথনে মননে চ 'চরৈবেতি' মন্ত্রেণ সদৈব উজ্জীবিতা। অনুরূপা চ অস্মাকং পত্রিকেয়ম্। স্বনামসার্থকতাং স্বমহিম্না রক্ষন্তী এব বিংশতিবর্ষীয়া সঞ্জাতা অদ্য। জয়তু সংস্কৃতবিভাগঃ, বিজয়তু চরৈবেতি।

সূচীপত্রম্

		পৃষ্ঠা সংখ্যা
১।	ভারতীয় জ্ঞানসম্পদ	১
২।	সংস্কৃতভাষাবিষয়ে	২
৩।	রক্ষাবন্ধনম্	৩
৪।	জগতঃ মাতা সারদা	৪
৫।	ভক্তিস্তথা ভক্তিমার্গঃ	৫
৬।	ভারবেরর্থ গৌরবম্	৬
৭।	শারদোৎসবঃ	৭

ভারতীয় জ্ঞানসম্পদ

ভারতবর্ষের জ্ঞানচর্চার ইতিহাস বহুপ্রাচীন। ভারতীয় মনীষার মননের ছবি আমরা খুঁজে পাই শাস্ত্র থেকে শাস্ত্রান্তরে। ধর্ম-দর্শন নৈতিকতা-সমাজজীবন - মানবজীবনের সব কটি অঙ্গিককে অঙ্গীভূত করে গড়ে উঠেছে এই সম্পদভান্ডার। সত্য অনুভবে জারিত সেসব বহু শ্লোকের দু একটি আমরা আলোচনা করতে পারি।

পড়াশোনার একটি অন্যতম অঙ্গ হল মুখস্থ করা। ইদানিং স্মৃতিনির্ভর এই প্রতিশ্রমসাধ্য কাজটিকে নানা যুক্তিতে এড়িয়ে যেতে চায় অনেকে। সে প্রসঙ্গে আমরা দেখবো প্রাচীন শাস্ত্রে লেখা আছে

আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

আচারঃ সর্ববিদ্যানাং গরীয়ান্‌ পঠনাদপি।

না বুঝলেও কেবল শাস্ত্রের আবৃত্তি একটি শ্রেষ্ঠ কর্ম। এখন হয়তো আমরা বুঝছি না, কিন্তু একসময় তার অর্থ আমাদের পরিণত বুদ্ধিতে স্পষ্ট হবেই। তাতদিনে সেই সূক্তগুলি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। ফলে বারে বারে তাঁর মনন আমায় আমার জীবন পথের দিক নির্দেশ করবে। আবার শাস্ত্রকথাকে জীবনে রূপ দিতে পারলে তা আরো মহৎ কাজ। অর্থবোধ করে সেই কথাকে যখন আমি জীবনে রূপ দেবো তখন সেটি আমাকে পূর্ণতা এবং পরিতৃপ্তির দিকে নিয়ে যাবে যা দুর্লভ।

ধর্ম নিয়ে নানাধর্মের মুনির নানা মত। কত সহজে ধর্মের সার্বজনীন সত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে শাস্ত্রে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মের এই ব্যাখ্যা কখনো দ্বন্দ্ব আনে না, বরং মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলিয়ে দেয়।

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চ অপি অবধার্য্যতাম্‌।

আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।।

ধর্মের সার কথা শোনো। শুনে ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে নাও। যে কাজে, যে ব্যবহারে, যে বিষয়ে তুমি কষ্ট পেয়েছো বা পেয়ে থাকো, তা কখনো অপরের প্রতি আচরণ কোরো না। সব প্রাণীর প্রাথমিক অনুভূতিগুলি মোটামুটি ভাবে এক। শীত - উষ্ণতা - ক্ষুধা - তৃষ্ণা - ব্যাধি - আঘাত - অপমান - সকলকেই সমান ভাবে কষ্ট দেয়। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যদি কাউকে অসহায় দেখি, রোগযন্ত্রণায় কাতর দেখি - তাহলে তাকে সাহায্য করা ধর্মের সার কর্তব্য। যদি কোনদিন কারো আচরণে ব্যাথা পেয়ে থাকি

তাহলে আমারও সংকল্প হোক যে সেইধরণের বেদনার কারণ যেন কখনো, কোনদিন 'আমি' না হই। আমার থেকে যেন পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী নিরাপদ থাকে- আমি যেন সাধ্যমত পাশে থাকা মানুষটির সুখ-আশ্রয় হতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতাতে গান্ধারীকে দিয়ে একটি বড় সত্য কথা উচ্চারণ করিয়েছেন যা এই শ্লোকটির ভাবার্থকে স্পষ্ট করে। কপটতায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করা, দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে অসম্মান করা এবং পান্ডবদের বনবাসের নির্দেশ - এ সবকিছুর মূলে আছে গান্ধারীর যেসব পুত্রপিশাচেরা তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে এসেছেন তাদেরই মা গান্ধারী। আর্জি নিয়ে এসেছেন নিজের স্বামী, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে - আর্জি নিয়ে এসেছেন, রাজা যেন তাঁর পুত্রদের ত্যাগ করেন। গান্ধারী যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছেন, 'যে দন্ড বেদনা /পুত্রেরে পারো না দিতে সে কারে দিও না। যে তোমার পুত্র নয় তারও পিতা আছে।/মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে মহারাজ।' অন্যায় আঘাতে ব্যথিত পুত্রের মুখ দেখলে সব পিতাই একইরকম দুঃখ পান। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তো পিতা! তাই সার্বিক পিতৃসত্তার অনুভূতিতে তিনি যেন যে কোন পুত্রের প্রতি সমদৃষ্টি হন।

যুগ থেকে যুগান্তরে মানব অনুভূতি এক, সত্যের ভাষা এক, সত্য এক। সেই সত্যের অনুভূতি এবং গভীর জীবনদর্শনের রত্নভান্ডার আছে আমাদের ভারতবর্ষে। আর এই রত্নকক্ষে প্রবেশের প্রধান যোগ্যতা হল সংস্কৃতভাষা জানা। অনুবাদ আমাদের বিষয়ের আভাস দেয়। মূল ভাষা না জানলে সাহিত্য বা দর্শনের রসগ্রহণ সম্ভব হয় না। তাই এই দেবভাষার অনুশীলন ও সংরক্ষণ আমাদের কর্তব্য।

প্রব্রাজিকা বেদরূপা প্রাণা
অধ্যক্ষা
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃতভাষাবিষয়ে -

অহম্ অধুনা সংস্কৃতভাষাবিষয়ে কিঞ্চিত্ বদামি। সংস্কৃতভাষা বিশ্বস্য সর্বপ্রাচীনা সমৃদ্ধা ভাষা । এষা ভাষা ভারতস্য প্রায়ঃ সর্বাসাম্ ভাষাণাম্ জননী স্বরূপা। বিশ্বস্য অপি অনেকভাষাণাম্ জননী। পূর্বম্ ভারতে এষা জন [illegible] আসীত্। [illegible] সংস্কৃতেন এব সম্ভাষণম্ [illegible] বিভিন্নপ্রান্তেষু [illegible] হিন্দিভাষায়াঃ অপি [illegible] সংস্কৃতশব্দাঃ [illegible] তেষাম্ [illegible] সংস্কৃতভাষাবিষয়ে [illegible] সংস্কৃতেন [illegible] ভারতীয়সংস্কৃতিং [illegible] সংস্কৃতম্ পঠনীয়ম্। অনুবাদম্ পঠিত্বা সংস্কৃতস্য মাধুর্যং কদাচ ন উপলভ্যতে। যতঃ চতুর্বেদাঃ অষ্টাদশপুরাণানি, ষট্ দর্শনানি, গীতা, ভাগবতম্, রামায়ণম্, মহাভারতম্ ইত্যাদীনি সর্বাণি পুস্তকানি সংস্কৃতেন এব রচিতানি। ততঃ সংস্কৃতম্ অত্যাবশ্যকম্।

প্রিয়া মন্ডল
দ্বিতীয় বর্ষ

রক্ষাবন্ধনম্

ভ্রাতাভগিন্যোঃ উৎসবোহয়ম্
মধুরং মধুরং রক্ষাবন্ধনম্।।

রক্ষণব্রতস্য প্রতীকমিদম্
বঙ্গভঙ্গনিবারণায় গুরুদেবেনানীতম্।

সুরাসুরযুদ্ধে পরাস্তাঃ দেবতাঃ
বৃহস্পতিসকাশং সর্বে সমাগতাঃ।

উপায়প্রদর্শনায় গুরুঃ বৃহস্পতিঃ
রক্ষাবন্ধনং প্রতি নির্দেশয়তি।

যথা যমঃ যমুনয়া রক্ষাডোরবদ্ধঃ
তথা ভ্রাতাভগিন্যোহপি প্রীতিসূত্রাবদ্ধাঃ

ক্রমেণানেন অয়ম্ উৎসবঃ প্রচারিতঃ
দেশে দেশে দিশি দিশি জাতঃ প্রখ্যাতঃ।।

জয়শ্রী মন্ডল
দ্বিতীয় বর্ষ

VIVEKANANDA VIDYABHAVAN
LIBRARY

জগতঃ মাতা সারদা

মাতুঃ সারদায়াঃ বিষয়ে কথনে বা লেখনে বা প্রথমং

মাতুঃ সরলং শুদ্ধং চ মুখং মনসি দৃশ্যতে।

১৮৫৩ তম বর্ষে ডিসেম্বর মাসস্য ২২তম দিনাঙ্কে জয়রামবাটি গ্রামে সারদাদেবী জন্ম অলভত।

তস্যাঃ পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ মাতা চ

শ্যামাসুন্দরী দেবী আসীৎ। তস্যাঃ বাল্যকালস্য নাম সারদামণি মুখোপাধ্যায়ঃ আসীৎ। সা বাল্যকালাৎ এব অতীব দয়াময়ী আসীৎ। তস্যাঃ বিবাহঃ পঞ্চবর্ষে রামকৃষ্ণদেবেন সহ অভবৎ। বিবাহানন্তরং সা পিতুঃ গৃহে এব নিবসতি স্ম। ততঃ সা শ্বশুরালয়ং গত। তত্র বহুদিনানি ব্যতীত্য দক্ষিণেশ্বরং গতবতী। দক্ষিণেশ্বরে স্থিত্বাসা রামকৃষ্ণদেবতঃ আধ্যাত্মধ্যানযোগয়োঃ শিক্ষাং প্রাপ্তবতী। রামকৃষ্ণদেবঃ স্বপত্নীং দেবী ইতি মন্যতে স্ম। ষোড়শীপূজায়াঃ আয়োজনং কৃত্বা দেবীং প্রতি অর্ঘ্যম্ অর্পিতবান্।

১৮৬৩ তমে বর্ষে আগষ্ট মাসস্য ১৬ দিনাঙ্কে রামকৃষ্ণদেবস্য মৃত্যোঃ অনন্তরং সা কদাচিৎ কামারপুকুরে কদাচিৎ কলিকাতানগরস্য বাগবাজারে উদ্বোধন ভবনে চ নিবসতি স্ম।

১৯২০ তমে বর্ষে জুলাই মাসস্য ২০ দিনাঙ্কে উদ্বোধন ভবনে দেবী মহাপ্রয়াণম্ অগচ্ছৎ। প্রজ্ঞাবতী, দয়াবতী, শুদ্ধা, সরলা সা সর্বেষাং জননী আসীৎ।

অর্পিতা সরকার
সংস্কৃত বিভাগ
প্রথম বর্ষ

ভক্তিস্তথা ভক্তিমার্গঃ

ঈশ্বরং প্রতি নিঃস্বার্থঃ প্রেম অনুরাগঃ বা ভক্তিঃ। ভজ্ ধাতোঃ ভক্তি - শব্দস্য উৎপত্তির্ভবতি। ভক্তিঃ সদা মহতী ভবতি। ভক্তিং বিনা ভগবদ্দর্শনং ন ভবতি। জগতি সর্বেষু যোগাভ্যাসেষু অন্যতমঃ অস্তি ভক্তিযোগঃ। ভক্তিযোগঃ 'ভক্তিমার্গঃ ইতি উচ্যতে।

যে খলু জনাঃ ভক্তিমার্গেণ ঈশ্বরোপাসনাং কুর্বন্তি তে খলু ভক্তাঃ। ভক্তিমার্গেন এব ঈশ্বরেণ সহ ভক্তস্য সম্বন্ধ ঃ স্থাপিতঃ ভবতি। শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীমদ্ভাগবদ্-গীতায়াং ভক্তিযোগপ্রসঙ্গে জ্ঞানং প্রদত্তবান্। সঃ প্রিয়ভক্তানাং গুণকথা প্রসঙ্গে বহবঃ উক্তয়ঃ কৃতবান্। তেষু অন্যতমা –

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ।।

ভাগবতপুরাণানুসারেণ ভক্তিঃ নববিধাঃ। যথা -

১) শ্রবণভক্তি ঃ- অত্র ভক্তেন ভগবতঃ লীলা শ্রূয়তে।

২) কীর্তন ভক্তি ঃ- অত্র ভক্তঃ ভগবতঃ লীলাং শ্রুত্বা কীর্তনং করোতি। ফলতঃ ভক্তস্য অশুদ্ধা ইচ্ছা নাশং গচ্ছতি।

৩) স্মরণভক্তি ঃ- অত্র ভক্তেন ভগবান্ নিত্যম্ একাগ্রভাবেন স্মর্য্যতে।

৪) পাদসেবনভক্তি ঃ- অত্র ভক্তঃ ভগবতঃ চরণং সেবতে।

৫) বন্দনভক্তি ঃ- অত্র ভক্তঃ অখিলং বিশ্বম্ ঈশ্বরস্বরূপং জ্ঞাত্বা নমতি।

৬) অর্চনভক্তি ঃ- অত্র ভক্তেন ভগবতঃ আরাধনা ক্রিয়তে।

৭) দাস্যভক্তি ঃ - অত্র ভক্তঃ ঈশ্বরং স্বকীয়ং চিন্তয়তি।

৮) সখ্যভক্তি ঃ - অত্র ঈশ্বরেণ সহ ভক্তস্য মিত্রতা স্থাপিতং ভবতি।

৯) আত্মনিবেদনভক্তি ঃ- ভক্তঃ ঈশ্বরং নিকষা আত্মনিবেদনং করোতি।

হিন্দুধর্মে শাস্ত্রীয়মার্গঃ ত্রিবিধ ঃ। যথা - জ্ঞানমার্গঃ, কর্মমার্গঃ ভক্তিমার্গঃ চ। জ্ঞানমার্গঃ তথা কর্মমার্গঃ ইতি বিষয়দ্বয়সম্বন্ধে অল্পবুদ্ধিসম্পন্নজনাঃ ন অবগচ্ছন্তি পরন্তু ভক্তিমার্গঃ অতীব সরলপন্থাঃ। অতঃ মায়ামুগ্ধ সংসারী জনেভ্যঃ ভক্তিমার্গ এব শ্রেষ্ঠঃ। ভক্তিভাবেন ঈশ্বরং চিন্তয়ন্ যৎ কিমপি করোমি তৎ ঈশ্বরস্য কৃতে এব করোমি। তৎ এতাদৃশেষু বিচারেষু তন্ময়ং ভূত্বা অহম্ আত্মানং বিস্মরিষ্যামি। তদা ভগবদ্দর্শনং ভবিষ্যতি।

কথা কর্মকার
সংস্কৃত বিভাগ
তৃতীয় বর্ষ

ভারবেরর্থ গৌরবম্

ভারবেঃ কাব্যবৈশিষ্ট্যবিষয়কম্ অতিপ্রসিদ্ধম্ বাক্যমিদং 'ভারবেরর্থগৌরবমিতি'। ভারবেরর্থগৌরবম্ ইত্যস্য বাক্যস্য অর্থঃ অর্থগৌরবনামকো গুণো হি ভারবেঃ রচনায়াঃ বৈশিষ্ট্যম্। অধুনা প্রশ্নঃ অর্থগৌরবং কিম্? অর্থগৌরবম্ অর্থাৎ অর্থস্য গৌরবম্ অর্থাৎ অর্থস্য গভীরতা।

ভারবেঃ বহুষু বক্তব্যেষু অর্থগাম্ভীর্যস্য অর্থসারবত্তায়া বা প্রকাশঃ ন দুর্লক্ষ্যঃ 'অর্থগৌরবং হি গাম্ভীর্যপূর্ণম্। এতেন হি স্বকীয়েন কাব্যকৌশলেন ভারবিঃ প্রসিদ্ধঃ।

কাব্যস্য বিভিন্ন [illegible] ভাষাদর্শস্য প্রধান [illegible] বা, ইদং বৈশিষ্ট্যম্ [illegible] অর্থগভীর [illegible] - ভবিষ্যতি।

কিরাতদূতং প্রতি সুস্পষ্টং 'বিবিধ বর্ণাভরণা সুখশ্রুতিঃ' - ইত্যাদিং., যৎ অর্জুনস্য ভাষিতং তদ্ধি ভারবেরর্থগৌরবস্য এবং প্রকৃষ্টং নিদর্শনম্। অস্মিন্ শ্লোকে শ্লেষালংকারাশ্রয়েণ সরস্বত্যা বিশেষণানি অনুকূলনায়িকায়া বিশেষণানাং, ব্যাঞ্জনায়াম্ অতুলনীয়ম্। এতেন অর্থগৌরবম্ বিশেষেণ বর্ধতে। অলংকার প্রয়োগেণ বিশেষতঃ শ্লেষাশ্রয়েণ অর্থগুরুত্ববর্ধনস্য অপরম্ উদাহরণং যথা -

কথাপ্রসঙ্গেন জনৈরুদাহৃতাদনুস্মৃতাখণ্ডলসূনু - বিক্রমঃ।

তবাভিধানাদ্ ব্যথতে নতাননঃ সুদুঃ সহান্মন্ত্র পদাদিবেরতাঃ ।।

স্নেহা বাঁক
সংস্কৃত বিভাগ
প্রথম বর্ষ

শারদোৎসবঃ

উৎসব প্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ বিশেষতঃ বঙ্গ ভাষিণঃ, যেষাং দ্বাদশসু মাসেষু ত্রয়োদশ পার্বণানী ইতি প্রবাদঃ প্রচলিতঃ।

বঙ্গ ভাষিণাং শ্রেষ্ঠাঃ উৎসবঃ শারদোৎসব তথা দুর্গাপূজা। ত্রেতাযুগে রাবণবধার্থং শ্রীরামেণ অকালে বোধিতা পূজিতা চ দেবী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা রামচন্দ্রং রাবণবধায় সমর্থং কৃতবতী ইতি পৌরানিকী বার্তা।

শরদি আশ্বিনমাসস্য শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীতঃ নবমীং যাবৎ দেবী দুর্গা সাড়ম্বরং পূজ্যতে। ষষ্ঠ্যাং পূর্বাহ্নে কল্পারম্ভঃ সায়ং চ বিল্ব শাখায়াং দেব্যা বোধনং ক্রিয়তে, ততো দিনএয়ং যথাশক্ত্যা। উপাচারেণ দেব্যাঃ পূজা সাড়ম্বরং সোৎসাহং চ ক্রিয়তে।

প্রধানতঃ সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দশভূজা দেবীপ্রতিমা দৃশ্যতে, তস্যা দক্ষিণে পার্শ্বে লক্ষ্মীগণেশৌ বামপার্শ্বে চ সরস্বতী - কার্তিকেয়ৌ যথাক্রমং দৃশ্যতে গণেশস্য দক্ষিণে চ পূজামন্ডপম্ আগম্য ততস্থানং মহামানব-মিলনক্ষেত্রম্ ইতি কুর্বন্তি।

ইদমুৎসবমবলম্ব্য প্রায়েণ বিবিধেষু বিদ্যালয়েষু কার্যালয়েষু চ দীর্ঘাবকাশঃ ঘোষিতো ভবন্তি। পূজাদিবসেসু সর্বে যথাসাধ্যং নববসনভূষণৈঃ সজ্জিতাঃ সপরিবারং সবান্ধবশ্চ মন্ডপাত্ মন্ডপে সহর্ষং পরিভ্রমন্তি। সর্বে প্রার্থয়ন্তে -

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" ইতি।

ততঃ সর্বে গুরুজনান্ প্রণমন্তি বন্ধুজনানাম্ আলিঙ্গতি

স্নেহভাজনঞ্চ আশীর্বচনং বিতরন্তি, মোদকং চ দদতি।

উৎসবস্মৃতিঞ্চ অবলম্ব্য পরবার্ষিকোত্ সবার্থম্ উন্মুখতয়া অপেক্ষন্তে।

সোমপ্রিয়া চ্যাটার্জী
বিভাগ - সংস্কৃত
প্রথম বর্ষ

तन्नो हंसः प्रचोदयात्

RAMAKRISHNA SARADA MISSION